Karatoyā: NBU Hist. Jrnl. Vol. III. (2009)

ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ববাংলার অন্যতম শিক্ষাঙ্গনে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

রতন লাল চক্রবর্ত্তী

এই প্রবন্ধটিতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাটি আনুপূর্বিক আলোচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হলো সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি অজানা অধ্যায়। বিষয়টি প্রফেসর সুরঞ্জন দাশ তাঁর *Communal Riots in Bengal*, 1905-1947 এবং প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর *Vande Mataram: The Biography of a Song* শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করতে সক্ষম হন নি, যদিও তাঁদের উভয়ের গ্রন্থই এই ঘটনাটি সম্পর্কে আলোচনা করা ছিলো খুবই প্রাসঙ্গিক। ঘটনার সময়কালের বিবেচনায় এই বিষয়টি প্রফেসর সুরঞ্জন দাশের গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিলো।[১] অন্যদিকে বন্দে মাতরমকে কেন্দ্র করে ঘটনাটির উদ্ভব হয় বিধায় বিষয়টি প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্যের গ্রন্থ আলোচনা ছিলো খুবই প্রাসঙ্গিক।[২] প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটির তথ্যাদি ছিলো বিদগ্ধ গবেষকদ্বয়ের অজানা ও হাতের নাগালের বাইরে। ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সংঘটিত এই নারকীয় দাঙ্গার সকল তথ্য পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় রেকর্ড রুমে, যা সম্ভবত ছিলো তাঁদের অজানা এবং সঙ্গত কারণেই তাঁরা এই তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করতে সক্ষম হননি। সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো অমানবিক এবং ঘৃণিত ব্যাধির মূলোৎপাটনের জন্যই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন, যাতে সকলেই সচেতন হয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সব সময় পরিহার করতে পারে।

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভেদ ও শাসন নীতির (Divide and Rule) প্রত্যক্ষ প্রয়োগ। বঙ্গ বিভাগ অতি জরুরী হলেও ১৯১১ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ করা হয়, কিন্তু থেকে যায় কলঙ্কিত ইতিহাসের ইঙ্গিত। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে রোপিত হয় সাম্প্রদায়িকতার অবিনাশী রক্তবীজ, যা পরবর্তীকালে সহস্র বাহু বিস্তার করে কলঙ্কিত ইতিহাস সৃষ্টির সহায়ক হয়। পরিচয়ে বাঙ্গালী হলেও আত্মপরিচয়ে কালক্রমে প্রাধান্য লাভ করে ধর্মীয় সম্প্রদায়, যার ফল ছিলো বিষময়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভ্রমাত্মক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বিষয়টি তৎকালিন পূর্ব বাংলার মুসলিম জনসাধারণের কল্পনা ও আশা-আকাঙ্খাকে উদ্দীপিত করে।[৩] মূলত লাহোর প্রস্তাবের পরপরই বাংলায় মুসলমানদের জাতীয় চেতনা এক নতুন মাত্রা লাভ করে এবং বাংলার বিশেষভাবে পুর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর শক্তিশালী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৪] তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে হিন্দু সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে। হিন্দুদের এই দৃষ্টিভঙ্গী এক অর্থে অবশ্য সাম্প্রদায়িক।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একথা সত্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার অবহেলিত ও দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়ণ। প্রথম হতেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে (বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষক নিয়োগ) মুসলমান সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দানের চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে প্রতিভার স্বীকৃতির প্রশ্নে খুব কম ক্ষেত্রেই সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। বস্তুত দেশ বিভাগের প্রায় পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে লালন-পালনের

চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হতে সফল হয়নি। বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই ঢাকা পরিণত হয় এক সাম্প্রদায়িক নগরীতে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারনে ঢাকায় বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে এবং এই দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রাদায় সমানভাবে দায়ী ছিল। ঢাকায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুব কম সময়েই মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটি ঘটে সমকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে।

১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেলে তাঁদের মধ্যে জীবনের উপলব্ধি বোধ পরিবর্তিত হয় এবং তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষিকা করুণাকণা গুপ্তা ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এক বছর পরই করুণাকণা গুপ্তা বঙ্গীয় শিক্ষা সার্ভিসে যোগদান করলে ছাত্রী সমিতি গঠন প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে চারুপমা বসু ইংরেজী বিভাগে প্রভাষক ও ছাত্রী নিবাসের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে যোগ দেন এবং তিনি সতর্কতা ও দৃঢ়তার সাথে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী সমিতি নামে নারী শিক্ষার্থীদের সংগঠন জন্মলাভ করে। তার কার্যাবলী সঙ্গত কারণেই অন্যান্য ছাত্রদের আবাসিক হল ইউনিয়নের অনুরূপ ছিলনা। ১৯৩৭ সালে ছাত্রী ইউনিয়নের একটি কমিটি সর্বপ্রথম গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন সভানেত্রী হিসেবে ছাত্রী নিবাসের সুপারিনটেনডেন্ট ও ইংরেজী বিভাগের শিক্ষয়ত্রী চারুপমা বসু, সহ-সভানেত্রী অনুভা সেন এবং সাধারণ সম্পাদিকা সরমা দত্ত মজুমদার। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ছিলনা। ছাত্রী সমিতির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয় আরো অনেক পরে যখন এই সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণীত হয় এবং আইনানুগভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। তবে ছাত্রী সমিতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ১৯৩৬ সাল হতেই শুরু হয়েছিল এবং নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসকে কেন্দ্র করে যে ছাত্রী সমিতি গঠিত হলো তার সভাপতি হলেন চারুপমা বসু, কোষাধ্যক্ষ ইংরেজী বিভাগের শিক্ষিকা মিস্ জে. জে. ম্যাকে এবং নীলিমা দাশ সাধারণ সম্পাদিকা। বিভিন্ন বিভাগের জন্য সম্পাদিকাগণও মনোনীত করা হলো। সর্ব ভারতীয় মহিলা পরিষদের (All-india Women's Council) সংবিধান অনুযায়ী ছাত্রী সমিতির সংবিধান তৈরী করা হলো। কিন্তু ছাত্রী সমিতি ছাত্রদের মতো আবাসিক হল ইউনিয়নের নাম ধারণ করতে পারলো না। এর কারণ ছিল আইনগত বাধা। ছাত্রী সমিতির দুর্বল আইনানুগ অবস্থান ছাত্রী নিবাসের সুপরিনটেনডেন্ট বিদুষী চারুপমা বসুকে পীড়িত করে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি তৎকালীন উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের শরণাপন্ন হন। উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চারুপমা বসুকে প্রস্তাবিত ছাত্রী ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র তৈরী করার নির্দেশ প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন আবাসিক হল ইউনিয়নের ও কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের আলোকে প্রস্তাবিত ছাত্রী ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন চারুপমা বসু। উল্লেখ্য যে এই গঠনতন্ত্রের

বেশ কয়েকটি ধারা উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার নিজ হাতে সংশোধন করেন। ১৯৪২ সালে ছাত্রী ইউনিয়নের এই গঠনতন্ত্র 'The Constitution of Dacca University Women Stundents' Union 1942' শিরোনামে প্রণীত হয় এবং এই গঠনতন্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়। ছাত্রী ইউনিয়নের আইনানুগ ভিত্তি প্রদান ও গঠনতন্ত্র প্রনয়নে উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের উলেখযোগ্য অবদান ছিল।[৫] একইভাবে এ প্রসঙ্গে চারুপমা বসুর অক্লান্ত পরিশ্রম অবশ্যই স্মরণীয়।

ছাত্রী ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে ১৯৪২ সালের জুন মাসে। এর পর নির্বাচনের বিধি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ছাত্রী ইউনিয়নের প্রথম কার্যকরী পরিষদ। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী স্বাধীনতার উষালগ্নে সংঘটিত হলো কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষ হতে শুরু করে ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের একক প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল, তবে নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রদায়গত কোন বিদ্বেষ ছিল না। এই নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষার্থীগণের অধিকাংশই সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের সমর্থক ছিলেন। ফলে ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে অনিবার্যভাবে। ছাত্রীবৃন্দ তাঁদের আবাসিক ভবনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য নাটক পর্যন্ত মঞ্চস্থ করেছে তাঁদের ছাত্রী নিবাসে। এ সকল অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং ঢাকা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হতেন এবং উপস্থিত থাকতেন। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশে ছাত্রবৃন্দকে ছাত্রী নিবাসের কোন অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ দেয়া সম্ভব ছিল না। তবে ১৯৪০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কোন কোন অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে ছাত্রদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। নির্বাচিত ছাত্রী ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে মঙ্গল ঘট প্রদর্শন ও বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনকে কেন্দ্র করে ১৯৪৩ সালের ২১ জানুয়ারী যে অপ্রীতিকর ঘটনার সূচনা হয়, তা শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহ করে ২ ফেব্রুয়ারী যেদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নির্মম শিকার হন নজীর আহমদ ও নিতীন বসু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ঢাকা হল, মুসলিম হল ও জগন্নাথ হল- এই ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৯ সালে বিশাল ও সুন্দর স্থাপত্য নিয়ে নির্মিত হয় মুসলিম হল যা বর্তমানে সলিমুল্লাহ হল নামে পরিচিত। ১৯৪১ সালে ফজলুল হক হল নির্মাণ করা হয় কার্জন হল এলাকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে বাংলা সরকার সাময়িভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হল নিয়ে নেয়। এ হল দুটি সামরিক বাহিনীর হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের ঢাকা হলে স্থানান্তর করার প্রয়াস গ্রহণ করা হলে জগন্নাথ হলের ছাত্রবৃন্দ প্রথমে তাঁদের অনীহা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে ঢাকা হলে থাকতে বাধ্য হয়।[৬] উল্লেখ্য, সামরিক বাহিনীর জরুরী প্রয়োজনে ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম কলেজ অধিগ্রহণ করা হয় এবং তথাকার ছাত্রদের ঢাকায় স্থানান্তর করে ঢাকা কলেজে পাঠ দানের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজের ছাত্রাবাসে চট্টগ্রাম কলেজের মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা দেয়া

সম্ভব হলেও ১২ জন হিন্দু ছাত্রের ঢাকায় পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা প্রদান তৎকালীন পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু সে সময় হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ঢাকা কলেজের হোষ্টেলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ড. এম. আহমেদ যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে হিন্দু ছাত্রবৃন্দকে ঢাকা হলে বসবাসের সুবিধা দানের জন্য অনুরোধ জানান।[৭] উপাচার্য বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদে উত্থাপন করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করলেও এর অগ্রগতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।[৮] অসুবিধার সৃষ্টি হয় সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা দানের প্রশ্নে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম হলের ছাত্রদের স্থান দেয়া হয় ফজলুল হক মুসলিম হলের পূর্বাংশ, কমিশনার ভবনে (বর্তমান পররাষ্ট্র ভবন) ও সেগুনবাগিচার খান ম্যানশনে (বর্তমান মিউজিক কলেজ)।[৯] এই ব্যবস্থার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন জনমিতির লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন হয়, যার প্রভাব ১৯৪৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেখা যায়।

১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এ সম্পর্কে অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম প্রদত্ত তথ্য নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। উভয়ের প্রদত্ত তথ্যে রয়েছে ভ্রান্তি ও সামঞ্জস্যহীনতা। সমাজবিজ্ঞানী ড. রঙ্গলাল সেনের গবেষণায় মৌলিকত্ব আছে; বিভিন্ন শৃংখলার গবেষণা ও রচনায় তাঁর দক্ষতাও লক্ষ্যনীয়। তবে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাল তারিখ অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা সঠিকভাবে উল্লেখিত না হলে ঘটনার কার্যকারণ অনুধাবন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ড. রঙ্গলাল সেন ঢাকায় সংঘটিত যে দুটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সে ঘটনার সময়কাল ১৯৪০ ও ১৯৪২ নয়। এ ঘটনা দুটির সময়কাল ১৯৮১ ও ১৯৪৩। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ছিলেন তখন নাজির আহমদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হননি, হয়েছেন মোতাহার উদ্দীন আহমদ। ড. রঙ্গলাল সেন রচিত ঢাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শীর্ষক প্রবন্ধ প্রদত্ত তথ্যে এ সকল বিষয়ে ভ্রান্তি ও সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়।[১০] অন্যদিকে রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আশী বছর, শীর্ষক গ্রন্থে যে সকল উৎস হতে ১৯৪৩ সালের সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গার তথ্য উপস্থাপন করেছেন, সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ডরুমে প্রাপ্ত নথিপত্র এর সম্পূর্ণ বিরোধী তথ্য প্রদান করে।[১১] প্রথমত, ছাত্রী হলের সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন ছিল ৩১ জানুয়ারী (১৯৪৩) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে ২ ফেব্রুয়ারী। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় করেকদিনের জন্য বন্ধ ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১ দিন তথা ১ ফেব্রুয়ারী বন্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, ঘটনার স্থান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দক্ষিন গেট বা টেনিস মাঠ নয়, ঘটনাটি ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের অভ্যন্তরে ইংরেজীর প্রভাষক জে. এন. চৌধুরীর শ্রেণী কক্ষে। সৈয়দ আলী আহসান বর্নিত আছিয়া খাতুন নামে কোন ছাত্রী এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নতা ছিলেন না।[১২] প্রকৃতপক্ষে তথ্য পরিবেশনের পূর্বে তথ্য যাচাই করা ইতিহাস লেখকের দ্বায়িত্ব এবং সে সুযোগও ইতিহাস লেখকের থাকে যদি তিনি মৌলিক নথিপত্র দেখার পরিশ্রম ও প্রয়াসকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করা কঠিন, বিশেষভাবে সময়কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। ১৯৪৩ সালের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে অধ্যাপক সরদার ফজলুল

করিম তথ্য প্রদান করেছেন যে:

৪২ সনের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘাত ঘটেছিলো। এর সূত্রপাত হয়েছিলো কার্জন হলে ছাত্রীদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সলিমুল্লাহ হলের কিছু ছাত্রর আচরণ নিয়ে, হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের ফলে। পরের দিন এর বিস্তার ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এবং অফিস বিল্ডিং অর্থাৎ এখনকার বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিং-এ। এ ভবনের দোতলার একদিক ছিল ফজলুল হক হল অর্থাৎ মুসলিম ছাত্রদের বাসস্থান। ভবনের পুর্বদিকে ছিল ক্লাস ঘর, ছাত্রীদের কমনরুম আর শিক্ষকদের বসার ঘর। নিচে ছিল লাইব্রেরি। এই দিনের সংঘাতের সময়টাতেই নাজির আহমদ নামের একজন মুসলমান ছাত্র আকস্মিকভাবে ছুরিকাহত হন এবং ঐদিনই বিকেলে মিটফোর্ড হাসপাতালে তিনি মারা যান। আমি তখন মাত্র আই, এ. পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। নাজির আহমদের স্মরণে পরবর্তীকালে নাজিরাবাজার এলাকায় একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল মুসলিম ছাত্রবৃন্দ, যার নাম দেয়া হয়েছিলো শহীদ নজির লাইব্রেরি।

১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইউনিয়ন বা ছাত্রী পরিষদের বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয় কার্জন হলে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নবগঠিত ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পূর্বে প্রচলিত নিয়মানুসারে মঞ্চের উপর স্থাপন করা হয় একটি মঙ্গল ঘট। অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত বন্দে মাতরম্ এর মাধ্যমে। বিপত্তির সৃষ্টি এখানেই। সুতরাং যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলো, সে সম্পর্কে তথা বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত ও শ্লোগান এবং এ সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। বন্দে মাতরম ছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) রচিত একটি কবিতা। এই কবিতাটির রচনা কাল সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও একথা বলা চলে যে ১৮৭০-এর দশকের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। ১৮৮১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর আনন্দ মঠ শীর্ষক ঐতিহাসিক উপন্যাসে বন্দে মাতরম কবিতাটিকে অন্তর্ভক্ত করেন, ফলে এই কবিতাটি লাভ করে নতুন মাত্রা। ১৮৮৪ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের শুরুতে অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার ও শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৮৮৫ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হতে প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১২৫৮-১৩৪৮) সম্পাদিত বালক পত্রিকায় বন্দে মাতরম্-এর স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৯৪৪-১৮৮৪) কন্যা প্রতিভা দেবী (?-১৩২৮) গান অভ্যাস পর্যায় বন্দে মাতরম্ গানটির প্রথম স্তবকটি দেশ-কাওয়ালী সুর-তালে নিবদ্ধ স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রথমাংশ নিজে সুর সংযোগ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শুনিয়েছিলেন।স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম্-এর স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। সরলা দেবী (১৯৭২-১৯৪৫) স্বরলিপি তৈরী করেন। ১৮৯৬ সালে কোলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে আরম্ভ

করে ঊনিশ শতকের শেষ দশক হতে। ১৮৯৭ সালে মারাঠী ও কানাড়া ভাষায়, ১৯০১ সালে গুজরাটী ভাষায়, ১৯০৬ সালে হিন্দী ভাষায়, ১৯০৭ সালে তেলেগু ভাষায়, ১৯০৮ সালে তামিল ভাষায় এবং ১৯০৯ সালে মালায়াম ভাষায় বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত অনুবাদিত হয়। বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রামনিয়া ভারতী (১৮৮২-১৯২১) বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত অনুবাদ করেন ১৯০৫ সালে। দার্শনিক শ্রী অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তহিক পত্রিকা কর্মযোগিন্-এ বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক বন্দে মাতরম্ পত্রিকা। পরে রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের (১৮৭৯-১৯২০) অনুরোধে বন্দে মাতারম্ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রী অরবিন্দ। ১৯০৮ সালে বন্দে মাতরম্ পত্রিকা রাজরোষে পড়ে এবং শ্রী অরবিন্দ আদালতে অভিযুক্ত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) এই মামলা পরিচালনা করেন এবং শ্রী অরবিন্দের মুক্তিলাভ হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর পরই বন্দে মাতরম্ লাভ করে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা। স্বদেশী ও বৈপ্লবিক আন্দোলনে বন্দে মাতরম্ একটি রাজনৈতিক শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়। বন্দে মাতরম্ রাজরোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেয়ার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ ছিল অবশ্যম্ভাবী। বন্দে মাতরম্ হয়ে যায় রণধ্বনি। সকল বিপ্লবী বীরেরা ফাঁসী দেয়ার পূর্বে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়েছেন। ক্রমশ: বন্দে মাতরম্ জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে। সরকার বন্দে মাতরম্ ধ্বনির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ১৯০৫ সালের কার্লাইলের গোপন সার্কুলারে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয়। বন্দে মাতরম্ নিয়ে বৃটিশ পুলিশের জঘন্য অত্যাচার চলে পূর্ব বাংলার বরিশাল জেলায়। সাংবাদিক প্রিয়নাথ গুহের যজ্ঞ-ভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাসে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত নিয়ে রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা আরম্ভ হয় ত্রিশের দশকের শেষের দিকে। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মধ্যে পৌত্তলিকতা রয়েছে বিধায় মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষভাবে মুসলিম লীগ বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। মুসলিম লীগের বিরোধীতার প্রত্যুত্তরে ১৯৩৭ সালের ২৬ অক্টোবর পুনা ও বোম্বে শহরে হিন্দু মহাসভা ও গণতান্ত্রিক স্বরাজ পার্টি বন্দে মাতরম দিবস পালন করে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে হিন্দু মহাসভার দ্বিদশতম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বিনায়ক দামোদার সভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) বক্তব্য রাখেন যে হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থে বন্দে মাতরম্ই একমাত্র শ্লোগান। এ সময় মোহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের বিরোধীতা করেন। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশন বন্দে মাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধীতা করা হয়। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত সম্পর্কে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদের একাংশ ভিন্নমত পোষণ করেন। বাংলার রেজাউল করিম (১৯০২-১৯৯৩) তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ (১৯৪৪) শীর্ষক গ্রন্থে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতকে পৌত্তলিকতার দোষে দুষ্ট বলে মানতে রাজী হননি। উল্লেখ্য যে রেজাউল করিম ছিলেন পাকিস্থান বিরোধী। বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী ড. সৈয়দ মাহমুদ, তথাকার আইন সভায় কংগ্রেস সদস্য খান মোহম্মদ ইসমাইল, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কংগ্রেস সদস্য কুনোয়ার মোহাম্মদ আশরাফ (১৯০৩-১৯৬২) ও কংগ্রেসের শীর্ষনেতা রফি আহমদ কিদয়াই (১৮৯৫-১৯৪৭) বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতকে সমর্থন করেন।

১৯৩৭ সাল হতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত নিয়ে রাজনৈতিক মতদ্বৈধতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সাথে সমান্তরালভাবে। এ প্রসঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধিতা কেবলমাত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কারণেই নয়, তবে তিনি বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের রাজনৈতিক উপযোজকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বৃটিশ সরকারও ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত নিয়ে একে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতদ্বৈধতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বিভেদ ও শাসন দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস পায়। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত সমর্থন করলে ১৯৩৮ সালের ১৭ এপ্রিল কোলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) তাঁদের সমালোচনা করেন।[১৪] যাই হোক ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করা হলে মুসলিম ছাত্রবৃন্দের একাংশ প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৩ সালের ঘটনা সম্পর্কে ঢাকা হতে প্রকাশিত সমসাময়িক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ বিষয়ে বন্দে মাতরম্ গানে বিপত্তি শিরোনামে নিম্নোক্ত তথ্য পরিবেশিত হয়: গত ৩১ শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে কার্জ্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গীত হয়। প্রায় ১০ মিনিট কাল পরে একজন মুসলমান ছাত্র ভাইস-চ্যান্সেলার ড. হাসানকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কেন বন্দে মাতরম্ গান করিবার অনুমতি দিলেন? মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় ছাত্রটিকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলেন, এটি ছাত্রীদের অনুষ্ঠান, সুতরাং আগে ইহার কার্য্য শেষ ইউক, পরে এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু বাধাদানকারী ছাত্রটি জিদ্ করিতেই লাগিলেন। তখন সমবেত ছাত্রগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া ভাইস-চ্যান্সলারের উপস্থিতিতেই বচসা আরম্ভ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে চেয়ার ছুড়িয়া মারিতে থাকে। ক্রমে হলের বাহিরেও হাঙ্গামা বিস্তৃত হয় এবং হকি স্টিক ও সোডার বোতল বেপরোয়া চলিতে থাকে। ভাইস-চ্যান্সেলার দাঙ্গা থামাইবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি অকৃতকার্য হন। পরে সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া শান্তি স্থাপন করে। আহত ছাত্রদের হাসপাতালে পাঠাইতে হয়। ঐ দিন সশস্ত্র পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে পাহারা দেয়।[১৫]

উল্লেখ্য যে ঢাকা প্রকাশ সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত এ বিষয় গঠিত তদন্ত কমিটির বিবরণীতে এ সম্পর্কে আরো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। তদন্ত কমিটির বিবরণী ও ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যেখানে ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়: ৩১শে জানুয়ারী তারিখে কার্জ্জন হলে উইমেন্স ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ভাইস চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি করা হয় নাই। কিন্তু পরে একজন মুসলমান (সম্ভবতঃ ছাত্র) দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে যে পূর্ব্ববর্তী বৎসরের অধিবেশন ডা. মজুমদার বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গীত হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন এই বৎসর এইরূপ করা হইল। ভাইস-চ্যান্সেলার বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলিয়া তিনি জানেন না এবং এই বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। প্রশ্নকর্ত্তা এই উত্তর অসন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করে এবং বিশৃংখলার মধ্যে সভা ভাঙ্গিয়া যায়।[১৬]

উদ্ভূত পরিস্থিতির বিপজ্জনক দিক পর্যালোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১ ফেব্রুয়ারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশসমূহ বন্ধ রাখেন। একই সাথে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী পরিষদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভার সুপারিশ অনুযায়ী সকল আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষগণ ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য শর্তবালী নিয়ে আলোচনার জন্য পরদিন তথা ২ ফেব্রুয়ারী একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। এখানে বক্তব্য রাখা হয় যে পরিস্থিতির গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে যে কোনো প্রকারে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এই জটিল পরিস্থিতির মারাত্মক পরিণতি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। ২ ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তদানীন্তন প্রাধ্যক্ষ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসানকে জানান যে তিনি ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হতে এই মর্মে টেলিফোন পেয়েছেন যে উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রবৃন্দ উত্তেজিত এবং যে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে পারে। প্রাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন বন্ধ রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু উপাচার্য মাহমুদ হাসান ঘটনার গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন এবং এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধে। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে তথ্য পাওয়া যায় যে:

The Vice-Chancellor came to the University at about 11:30 A.M. and he went round the library, the class rooms, the women students' common room &c. He found that the work was going on in the ordinary way and there was no sign of excitement anywhere. He discussed the situation with Mr. H.D.Bhattacharyya, the Dean of Arts and the Proctor and all told him that the situation was quite normal. The Proctor also told him that he had talked to numerous students - Hindus and Muslims and they had all expressed their disapproval of the incident on Sunday evening last and said that there would be no further trouble.

The Vice-Chancellor returned to his room at about 12:30 when Dr. Shahidullah came in, and he was discussing these and other matters with him when he heard a great commotion in the University buildings. When he rushed out, he found a number of students downstairs and upstairs with *lathies* in their hands and stones were being thrown in some places. The Vice-Chancellor felt that the situation was beyond the control of University authorities; so he at once telephoned to the Police. He then went out and found the women students in the Verandah of their room, and a large number of excited students upstairs and downstaris. The Police then arrived and, at the same time, the District Magistrate, the Superintendent of Police and the City S.P. arrived; and after some time the situation was brought under control.[১৭]

এই ঘটনায় ১৬ জন ছাত্র আহত হয়, যাদের মধ্যে ৮ জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান।[১৮] আহতদের মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র নাজির আহমদ হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন।[১৯] অন্যদিকে একই দিনে মুসলিম হলের নিকট নিতীন বসু নিহত হয়। নিতীন বসু ছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের নাজমুল করিম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রবীন্দ্রনাথ গুহ, অমূল্যচন্দ, অজিত রায়, মদন বসাক, দেবপ্রসাদ মুখার্জী, সুনিল রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের বন্ধু।[২০] ঘটনাসমূহ নিঃসন্দেহে অতীব মর্মান্তিক।

পাঠকবর্গ অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের বৃটিশ বিরোধী ভূমিকার জন্য অজিতনাথ ভট্টাচার্য প্রাণ বিসর্জন দেন, আর ১৯৪৩ সালে ঔপনিবেশিক শক্তি সৃষ্ট-রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন নজীর আহমদ। উভয় ঘটনার উৎস স্থল একই। যাই হোক, এই ঘটনার সময় অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় কিছু সংখ্যক ছাত্রী লাঞ্ছিত হন। উর্দূ রোডের বাসিন্দা ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ সেনগুপ্তের কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী তৃপ্তি সেনগুপ্তের গলা থেকে সোনার হার এই ঘটনার সময় ছিনিয়ে নেয়া হয়। ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় ও বিশ্ববিদ্যালয় নথিপত্রে তথ্য পাওয়া যায়।[২১] এই ঘটনার সময় কলা ভবনের ডীন ও প্রক্টরের কক্ষ ভাঙচুর করা হয় এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই কক্ষ দুটি হতে বেশ কিছু দ্রব্য লুঠ করাও হয়।[২২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এটিই ছিল ছাত্রদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৩ সালের এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পর অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এরূপ ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মারাত্মকভাবে চিন্তিত করে তোলে। জরুরী ভিত্তিতে ৩ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকারী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ৬ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সকল আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে ঢাকা বিভাগের কমিশনার এ.এস. লারকিন, ঢাকার আইনজীবি পঙ্কজ কুমার ঘোষ ও মুহম্মদ ইব্রাহিম সমন্বয়ে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ.এস.লারকিনের সভাপতিত্বে গঠিত এই তদন্ত কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারী ও ২ ফেব্রুয়ারী এক সংঘটিত ঘটনার বিবরণ প্রণয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান।[২৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত নতুন মাত্রা লাভ করে এবং কতকটা রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে যখন এই প্রতিষ্ঠানের মুসলিম ছাত্রবৃন্দ ৩ ফেব্রুয়ারী এক সভায় মিলিত হয়ে বেশ কয়েকটি দাবী উত্থাপন করে। এই দাবী সমূহের মধ্যে দুটি দাবী ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ-প্রথমত, নজীর আহমদের মরদেহের পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মের জন্য ছাত্রদের নিকট প্রত্যর্পণ ও দ্বিতীয়ত, নজীর আহমদের মরদেহ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বা ফজলুল হক হলের নিকটে কবর দেবার অনুমতি প্রদান যাতে ছাত্রবৃন্দ তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

Resolved that this meeting requests the University authorities to take every step to receive and hand over the dead body of our beloved Nazir Ahmed to the students for performing funeral rites. Resolved that this meeting of the Muslim students of the Dacca University requests the University authorities to permit the burial at a place near one of the two Muslim Halls so that they may pay their homage to their deceased friend who was a great social worker.[২৪]

মনে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত দাবীসমূহ মেনে নেবার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে দ্রুত সতর্ক হন এবং কতকটা তড়িঘড়ি করে ৪ ফেব্রুয়ারী আজিমপুর কবরস্থানে হতভাগ্য নজীর আহমদকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করেন। এদিনই কলিকাতা হতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়:

ঢাকার ব্যাপার চরম শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নিছক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুন্ডামী এমন উগ্র হইয়া উঠিতে পারে তাহা ভাবিতেও খারাপ লাগে। চেয়ার ছোড়াছুড়ি বা হকি ষ্টিক সঞ্চালনেই অপ্রীতিকর ব্যাপারের অবসান হয় নাই, অবশেষে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নীচ গুন্ডার হাতের ছুরি চলিল, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?[২৫]

১৯৪৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতির পক্ষ হতে শহীদ নজীর আহমদ দিবস পালিত হয়। এই সভায় তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অগ্রণী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[২৬]

১৯৪৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান সঙ্কটকালে স্থানীয় প্রশাসনের দ্রুত, যথাযথ ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা গ্রহণের উপর এক বিবৃতি প্রদান করেন। এ সময় বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও আহত ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৭] এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহ ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হলেও কর্তৃপক্ষ অবশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। কিন্তু পরীক্ষার হলে যে কোন প্রকার অনভিপ্রেত ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বেই পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করতে গোপনে উদ্যোগী হন। অবশ্য সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি যেভাবে অগ্নিগর্ভ ছিল তাতে দাঙ্গার মত অনাকাঙ্খিত ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। ইতোপূর্বে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও আইন অমান্য আন্দোলনে ঢাকার পুলিশের ভূমিকা যথাযথ ছিল না। ১৯৪১ সালের দাঙ্গা অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে এই বিষয়ের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ছাত্রসমাজ পুলিশের প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ ও রাগান্বিত ছিল যে তাঁরা পুলিশ কর্মকর্তা লোম্যানকে হত্যা এবং হড্‌সনকে আহত করেছিল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের প্রবেশ নিয়ে আইনগত প্রশ্ন ও সমস্যা ছিল। এজন্য উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যের আহ্বানে পুলিশ রাজী হলেও এবিষয়ে সতকর্তা অবলম্বন করে। কেননা অস্ত্রধারী শান্তিরক্ষা বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোতায়েন করা সম্ভব হলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল কার্জন হলের সন্নিকটে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর দৃশ্যমান উপস্থিতি আদৌ কাম্য নয়। ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এ প্রসঙ্গে জানান ঃ

...would you please the appropriate authority to ring No. 43 (Lalbag Lines) in the event of any trouble occurring during the examination. An armed force will be standing by there. I do not consider it desirable to have any armed force visible in the vicinity of the Curzon Hall. I would request you to take steps to see that one but authorised persons, and candidates, have access to the Hall, and to assist you in this I am posting City constables at the gates of the Hall (that is, on the iron gates bordering on the public road).[২৮]

কার্জন হলে ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে মঙ্গলঘট প্রদর্শন ও বন্দে মাতরম সঙ্গীত পরিবেশনকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় তা খুব দ্রুত প্রশমিত করে শান্তি স্থাপন ও বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। অধিকন্তু এ সমস্যার সাথে যুক্ত হয় নতুন

মাত্রা। ১৯৪৩ সালের ২৫ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪জন হিন্দু শিক্ষক উপাচার্যের নিকট লিখিত এক স্মারকলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য নিরাপদ দুরত্বে বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উত্থাপন করেন। একই সাথে শিক্ষকবৃন্দ নজীর আহমদের হত্যাকান্ডে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী তোলেন।

We express our profound sorrow at the tragic loss of a valuable life of a student of this University. In our view, the recent events that have led to this catastrophe and brought about the present deadlock, are no accidental happenings, but are the culmination of a spirit of communalism that has been growing steadily and insidiously in this University. It found expression on previous occasions too, and has now assumed terrific proportions, We should be prepared for similar outbursts of this spirit till by well through out measures this root cause of the trouble is eradicated. But this will take time, and meanwhile our work cannot be resumed unless elementary safeguard against invasions of our seats of study and instruction be provided by setting up the physical barrier of distance between these and the Halls of residence which unfortunately have turned into breeding grounds of communal polities. We would, therefore, urge upon you with all the emphasis and earnestness at our command, to decide upon this segregation as the most vital and urgent measure in the present situation.[২৯]

এই স্মারকলিপিতে অধ্যাপকবৃন্দ অভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন যে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান না করে তাঁদের পাঠদান ও অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত হতে অনুরোধ জানাতে পারেন না। অর্থাৎ পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ব্যতীত অধ্যাপকবৃন্দ কাজে যোগদান করবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ হিসেবে সমকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবনে মুসলমান ছাত্রদের অবস্থান। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান দাবী ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবন (অর্থাৎ কার্জন হল) হতে মুসলিম ছাত্রদের স্থানান্তর। প্রথম বর্ষ বি. এ. শ্রেণীর ছাত্রী ও তেজগাঁওএ অবস্থানরতা সুনীতি সেনগুপ্তের স্থানীয় অভিভাবক দূর্গামোহন সেনগুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও তদন্ত কমিশনের নিকট এক পত্রে দাবী উত্থাপন করেন যে:

Due to recent unrest and hooliganism on the 2nd february, 1943 I, the guardian of Miss Suniti Sen Gupta a student of Ist Year B.A. Class of your University, beg to bring to your notice that unless the students' boarding is shifted from the Central building I am not prepared to send my daughter there. Moreover, I may demand an assurance of her safety from you prior to my sending her back to your University.[৩০]

২৫ ফেব্রুয়ারী উপাচার্য চারটি হলের প্রাধ্যক্ষ ও দুজন ডীনকে নিয়ে এক অনানুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি ও ২৫ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় খেলার বিষয়ে আলোচনা করেন। এখানে গৃহীত হয় যে প্রথমে হলের প্রাধ্যক্ষগণ, আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরগণ যত বেশী সম্ভব ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উৎসাহী বিদ্বৎজনের সাথে এক সভায় মিলিত হবেন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার ব্যাপারে তাঁদের মতামত, পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়া জানার

চেষ্টা করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে উপাচার্য নিজেই এরূপ আরো একটি সভায় সকলের সাথে মিলিত হবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া সম্পর্কে এই সভার মতামত ও পরামর্শ কার্যকরী পরিষদকে জানাবেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. হরিদাস ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে জগন্নাথ ইন্টারমেডিয়েট কলেজের হলে আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দের স্থানীয় অভিভাবকবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভেই সভাপতি ড. হরিদাস ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন যে আইননুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক মর্যাদা সম্পন্ন এবং কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আবাসিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের আবাসিক অবস্থান অব্যাহত থাকবে-এবিষয়টি মনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে ড. হরিদাস ভট্টাচার্য সম্মিলিতভাবে মতামত জ্ঞাপনের অনুরোধ জানান। এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয় এবং সবশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে:

১. সভায় উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ সকলেই মনে করেন: ২ ফেব্রুয়ারীর মত ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হবে না এমন নিশ্চয়তা প্রাধ্যক্ষ বাস্তব অবস্থায় দিতে পারেন না। সুতরাং দাঙ্গা অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিভাবকবৃন্দ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পঠন-পাঠনের জন্য খুলে দেয়া যায় না।

২. অভিভাবকবৃন্দ এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন :

ক) কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের এমন কোন ভবনে আবাসিক সুবিধা দেয়া যাবে না যেখানে শ্রেণীকক্ষ, অফিস, ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী রয়েছে।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এলাকায় বা আবাসিক হলে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতে পারবে না।

গ) বি. এ. পাশ কোর্সের ছাত্রীদের স্বতন্ত্রভাবে পাঠদান করা উচিৎ; কেননা তাঁদের সংখ্যা বেশী।

ঘ) ২ ফেব্রুয়ারীর ঘটনায় যে সকল ছাত্রদের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হবে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা উচিৎ।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, ছাত্র বা কর্মচারী এই প্রতিষ্ঠনের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকাশ ও প্রচার করলে তাকে অতি শীঘ্রই বরখাস্ত করা উচিৎ।

চ) যদি প্রমাণিত হয় যে কোন হলে ২ ফেব্রুয়ারী মতো ঘটনা সংঘটনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে তা হলে সেই হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক ও সহকারী আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ এরূপ ঘটনার জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে।

ছ) হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে শান্তিকমিটি গঠন করা হবে যার প্রধান দায়িত্ব হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দুটি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। [৩১]

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাচার্য ড. মহমুদ হাসানকে জানান যে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ও তাঁদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে পূর্বে

নির্ধারিত তারিখে তথা ১৫ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায় অনুভব করে যে ঠিক এই মুহূর্তেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবন হতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রদের অন্যত্র স্থানান্তর করা অসম্ভব। তবে ছাত্রদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।[৩২]

ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) এই হলের ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে একই বিষয়ে আলোচনা করেন। চারজন অভিভাবক মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ মার্চ খুলে দেয়া উচিৎ, কেননা পরিস্থিতি যথেষ্ট শান্ত, অন্যথায় একটি মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে। অবশ্য একজন অভিভাবক সুনির্দিষ্টভাবে বক্তব্য রাখেন যে বিশ্ববিদ্যালয় অন্তত আরো দুমাস বন্ধ রাখা উচিৎ। অন্যদিকে ২৫জন ছাত্রের অভিভাবকবৃন্দ মত প্রকাশ করেন যে খুব দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া অবশ্যই কাঙ্খিত, তবে ইতোপূর্বে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন -

১. সকল মোকদ্দমা তুলে নেয়া।
২. বন্দে মাতরম্ সংগীত পরিবেশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. সকল ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানান দরকার যে তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রভাবিত করেন।
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ কার্যাবলী এই শিক্ষাবর্ষে স্বাভাবিকভাবেই চলবে, তবে যে কোন আবাসিক হলের কার্যাবলী পরিচালনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ তত্ত্বাবধানে হতে হবে।[৩৩]

১৯৪৩ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮ জন শিক্ষকবৃন্দের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার প্রারম্ভেই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষকদের প্রদত্ত স্মারকলিপির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বক্তব্য রাখেন যে শিক্ষকদের নিকট হতে এমন বিবৃতি কোনমতেই কাম্য নয় যে নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধানের পূর্বে কর্তৃপক্ষ তাঁদের পাঠদান কার্যে যোগদানের আহ্বান জানাতে পারেন না। কেননা বিষয়টি তখন ছিল তদন্তাধীন। উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসানের বক্তব্যে প্রথমে এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরদানকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পেলেও বিষয়টির বাস্তবতা অনুধাবন করে উপাচার্য পন্ডিত বন্দনা কার্যে প্রবৃত্ত হন। উপাচার্য বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করে শিক্ষকদের উপর এবং তাঁরা এই ক্রান্তিলগ্নে সহযোগিতা না করলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে বন্ধ করা ব্যতীত গত্যান্তর নেই। এ প্রসঙ্গে উপাচার্যের বক্তব্যের সারমর্ম হল:

The Vice-Chancellor further pointed out that, in his opinion, the teachers were the most important part of the University, because in their hands lay the formation of the character of students and they alone could inculcate noble and high ideals in the students' minds and set an example of proper conduct and behavious. According to the Vice-Chancellor the reputation of the University depended upon the teachers more than upon any one else and he appealed to them to go forward and do their duty in the

present great crisis which might end in the closing of the University permanently, unless students and their friends realised their duties and responsibilities towards the University.[৩৪]

এই সভায় কয়েকজন শিক্ষক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এঁদের মধ্যে অর্থনীতি ও রাজনীতি বিভাগের ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল রায়, এ.কে. ঘোষাল, অবনীভূষণ রুদ্র, গণিত বিভাগের নলিনীমোহন বসু, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও কবি জসীম উদ্দিন আহমেদ, ফার্সী বিভাগের ড. এম. আই. বোরা ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কাজী মোতাহার হোসেন উল্লেখযোগ্য। সভায় আলোচনার সময় শিক্ষকদের দল ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্ন হঠাৎ উত্থাপিত হয় এবং কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে এক প্রতিদিষ্ট লেখকের রচনা হতে উদ্ধৃতি প্রদান পূর্বক তথ্য পরিবেশন করেছেন যে হিন্দু ছাত্রদের করণীয় পরামর্শ দিয়েছেন ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক পি. কে. গুহ এবং মুসলমান ছাত্রদের পরামর্শ দিয়েছেন বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক কবি জসীম উদ্দিন আহমেদ।[৩৫] এসকল তথ্য কতটুকু সত্য তা না জেনে গ্রন্থে উল্লেখ করা পন্ডিতজনের অনুচিত কর্ম। যাই হোক, শিক্ষকদের বক্তব্যে ছাত্রদের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণের অভাব ও অসুবিধায় তথ্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপাচার্য সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে শিক্ষক সমাজের সাহায্য কামনা করেন।

ঢাকার কমিশনার এ. এস. লারকিন পরিচালিত দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের একটা গুরত্বপুর্ণ প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে করে তোলে বিব্রত। প্রশ্নটি ছিল যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল? ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের নিয়ে উপাচার্য এক সভা করেন যেখানে তিনি সকলকে জানান যে তদন্ত কমিশন, সরকার ও জনগণকে কোনভাবেই বুঝান যাচ্ছে না যে প্রাধ্যক্ষ এবং আবাসিক শিক্ষকগণ দাঙ্গায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ বা ছাত্রদের নাম জানেন না। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ইংরেজ বিভাগের দুঞ্জন শিক্ষক- জে. এন. চৌধুরী ও পি. কে গুহ। কিন্তু এই ঘটনার সময় তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও আহতদের পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় তাঁদের পক্ষে কাউকে নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সভায় আগত শিক্ষকবৃন্দ উপাচার্যকে জানান যে কোন ছাত্রদের আড়াল করার কোন অভিপ্রায় তাঁদের নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত এই দাঙ্গায় আহত ছাত্রদের নাম তদন্ত কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন এবং তদন্ত কমিশন তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

ইতোপূর্বে ৭ মার্চ উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান ঢাকার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে আলোচনা করেন। এই ব্যক্তিবর্গ হলেন ড. এস. কে. গুপ্তা, এস. এন. মিত্র, জি. সি. দাশ,হাকিম হাবিবুর রহমান, এস. কে. মুখার্জী, রজনীকান্ত দাশ, খান বাহাদুর এফ. এ. সিদ্দিকী, এস. কে. বসু, বি. এ. রফিক, ড. এম. আহমেদ, এইচ. এম. ঘোষ, ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং মোহাম্মদ তৈফুর। এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ মার্চ খোলার পক্ষে ও বিপক্ষের অভিমত প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে 'Pacifist Squad' গঠন এবং এই সংগঠনের সদস্যগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন স্থানে প্রবেশ করে যে কোন ছাত্রকে তল্লাশী করতে পারবে- এমন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব বিতর্কের সৃষ্টি করে। ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন

এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেনের বক্তব্যের সারমর্ম হল:

Dr. S.N. Sen was of the opinion that the appointment of a batch of volunteers as suggested by Mr. Rafique would not help much. In his opinion the students now a days were quite different from what they had been before and that they were most unwilling to submit to discipline. We suggested that every effort should be made to cultivate a feeling of peace and amity among the students of the different communities and the University must feel assured that the tension among the students have subsided to such an extent that there is no possibility of a recurrence of the disturbances, before it should reopen. The University should, in his opinion, wait for the suggestions of the Enquiry Committee set up by the Executive Council, and then decide what actions should be taken and when to reopen.[৩৬]

উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে রজনীকান্ত দাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিবর্তন সাধন করে উপাচার্য ও হল প্রশাসনের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের দাবী তোলেন। তিনি সকল মামলা প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উল্লেখ্য যে এই সভা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। তবে এখানে যে সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয় তা হলো :

১. বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর এরূপ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সৃষ্টির বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রজুকৃত সকল মামলা ও অভিযোগ প্রত্যাহার করা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অতীব জরুরী।

৩. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি আনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সকল অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন ও মঙ্গল ঘট প্রদর্শন করা যাবে না।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তদন্ত কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে, যা প্রকারান্তরে জটিলতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়। ১৯৪৩ সালের ২৯ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব রেসিডেন্স, স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা কমিটির সভায় দাঙ্গা তদন্ত কমিটির সুপারিশসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। ১ মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তথা কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পুর্বোক্ত কমিটির সকল সুপারিশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনাপূর্বক যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার সারাংশ হলো :

১. শারদীয় পুজার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহ ও সকল লইব্রেরীসমূহ তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে।

২. প্রতি বছর ছাত্রদের আবাসনের জন্য নতুন করে হল, কক্ষ ও আসন বন্টন করা হবে।

৩. প্রতি বছর ৩০ জুন ছাত্রবৃন্দ বাধ্যতামূলকভাবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত হল ত্যাগ করবে; কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থী বা পরিক্ষার্থীগণ প্রাধ্যক্ষের ব্যক্তিগত অনুমতি সাপেক্ষে অতিথি হিসেবে ১৬ জুলাই পর্যন্ত আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবে।

৪. কোন ছাত্রকে অযাচিত মনে করে কোন হলের প্রাধ্যক্ষ আবাসিক ছাত্র হিসেবে গ্রহণ না করলে সেই ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন হলে আবাসিক ছাত্র হতে পারবে না।

৫. ছাত্রদের অশিষ্ট আচরণের জন্য অর্থ-জরিমানা, ক্লাসের উপস্থিতি কেটে দেয়া ইত্যাদি বেশ কিছু ক্ষমতা সকল শিক্ষকদের থাকবে।

৬. বি. এ. পাশ কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদাভাবে ক্লাস নেয়া হবে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

৮. কোন জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্মচারীর সাহায্য প্রার্থনা করলে ঐ ব্যক্তি অবশ্যই প্রক্টরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন।

৯. কোন আন্ত:হল ক্রীড়া অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যাবে না।

১০. ছাত্র সংসদ ও ছাত্রী সংসদের সকল কার্যকলাপ বন্ধ থাকবে।

১১. শিক্ষা কমিশনারের অনুরোধ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় হতে সকল প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে।

১২. ছাত্রদের আবাসিক হলে দর্শনার্থীর জন্য রেজিষ্টার থাকবে যেখানে দর্শনার্থীর ঠিকানা ও সাক্ষাৎকারী ছাত্রের নাম রেকর্ড করা হবে।[৩৭]

শেষ পর্যন্ত ১০ মে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়, কিন্তু হিন্দু শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাশে যোগদান হতে বিরত থাকে। ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও ছাত্রী নিবাসের আবাসিক ও অনাবাসিক ১৮১ জন শিক্ষার্থীবৃন্দ ১৯৪৩ সালের ১৩ মে উপাচার্যের নিকট লিখিত আবেদন পত্রে দাবী জানায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন হতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রদের স্থানান্তর করতে হবে এবং দাঙ্গা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে অভিযুক্ত ছাত্রদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।[৩৮] অন্যথায় হিন্দু শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাশে যোগদান হতে বিরত থাকবে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিভাগের কমিশনার এ. এস. লারকিনের নেতৃত্বে প্রণীত এই দাঙ্গার রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ডরুমে খুঁজে পাওয়া যায় নি, ফলে দাঙ্গায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামোল্লেখ সম্ভব হল না। যাই হোক, হিন্দু শিক্ষার্থীদের আবেদন পত্র জমা দিতে আগত ছাত্রের সাথে উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে হিন্দু শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে অনুরোধ জানান। এরই ফলে ঐদিন ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলের ১৪ জন ছাত্র প্রতিনিধি উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করে। এই সভায় কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের ডীনদ্বয়, দুটি হলের প্রাধ্যক্ষ ও প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন, এখানে হিন্দু ছাত্রদের সাথে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের খোলামেলা আলোচনা হয়। উপাচার্য ছাত্রদের নিকট বিদ্যমান আবাসন অবস্থা বর্ণনা করে জানান যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন হতে মুসলিম হলের ছাত্রদের স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থায় ছাত্রদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা থাকবে। হিন্দু ছাত্রবৃন্দ নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে অধিক সংখ্যক প্রহরী মোতায়নের দাবী করলে উপাচার্য তা মেনে নেন। তবে

এই সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অভিযুক্তদের শাস্তি দানের বিষয়ে উপাচার্য বিস্তৃত আলোচনা করতে রাজী ছিলেন না, তবে এই বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।[৩৯] এই আলোচনার ফলে জগন্নাথ ও ঢাকা হলের ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ উপাচার্যের নিকট লিখিত এক চিঠিতে জানায় যে তৎকালীন আবাসন সঙ্কটের পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ভবন হতে মুসলিম হলের ছাত্রদের অন্যত্র স্থানান্তর যে সম্ভব নয় তা ছাত্রবৃন্দ অনুধাবন করেছে। তবে ছাত্রদের সার্বিকভাবে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দান ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে হিন্দু শিক্ষার্থীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথকভাবে পাঠদানের সিদ্ধান্তকে ছাত্রবৃন্দ স্বাগত জানায়। এবং আশা প্রকাশ করে যে যত দ্রুত সম্ভব শ্রেণীকক্ষ মুসলিম হলের ছাত্রদের আবাসিক এলাকায় বাইরে আনার ব্যবস্থা করা হবে। এই আবেদনপত্রে হিন্দু ছাত্রবৃন্দ কয়েকটি দাবী উত্থাপন করে।

১. ক্লাশ শুরু করার পূর্বে ঐ ক্লাশে তল্লাশী চালাতে হবে।
২. বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবনের দ্বিতীয় তলায় যেখানে মুসলিম হলের ছাত্রদের আবাসনে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে তল্লাশী অব্যাহত রাখতে হবে যেন কোনক্রমেই সেখানে ইট বা লাঠি জড়ো করে রাখা না হয়।
৩. প্রয়োজনীয় সকল স্থানে গুর্খা প্রহরী মোতায়েন করতে হবে।
৪. যতদুর সম্ভব বহিরাগতদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করা হতে বিরত রাখতে হবে।
৫. দাঙ্গায় অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত সহকারে শাস্তি দানের দাবী হিন্দু ছাত্রবৃন্দ পুনর্ব্যক্ত করে এবং একাজে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা আশ্বাস প্রদান করে।[৪০]

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে এ.এস. লারকিনের নেতৃত্বে পরিচালিত তদন্ত কমিটি চুড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করে। এই তদন্ত কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে প্রচলিত আইন সংশোধনের সুপারিশ করে। তদন্ত কমিটি প্রদত্ত রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সহ-শিক্ষার নিন্দা এবং সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা পরিহারের পরামর্শ। এই তদন্ত কমিটির বিবরণীতে বলা হয় যে : বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাই বাঞ্চনীয়। ইডেন গার্লস কলেজটিকে (গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের পড়ায়) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা বলিয়া গণ্য করা উচিৎ। ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে ছাত্রীদের অভিভাবকদের বিশেষ অমত আছে। সুতরাং ইডেন কলেজের জন্য নুতন বাড়ী না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পৃথকভাবে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা উচিৎ।[৪১]

১৯৪৩ সালের ৫ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদ মঙ্গলঘট প্রদর্শণ ও বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে এইচ. ডি. নর্থফিল্ড ও অধ্যাপক জে. কে. চৌধুরী যুগ্মভাবে প্রস্তাব করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানে এমন কোন কিছু প্রদর্শন বা পরিবেশন করা যাবেনা যা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনার পরিপন্থী। কিন্তু প্রস্তাবটি খুব স্পষ্ট না হওয়ায় ঢাকা বিভাগের কমিশনার এ. এস. লারকিন ও এ. এফ. রহমান নতুন ভাবে প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে কিছু সংশোধন ও সংযোজনের সুপারিশ করেন প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যাপক পি. সি. ঘোষ। এই সুপারিশ সমূহ গ্রহণ করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে ঃ

As the report of the Enquiry Committee shows that objection was taken in the singing of Bandematarm and the display of a picture of Mangal Ghat on the 31st January, 1943 in the Women Students' Function in the Curzon Hall and disturbances followed; in order to avoid the future disturbances, the Executive Council resolve in view of the above and other matters referred to that in all University functions or inter-hall functions other than separate Hall functions, no object or symbol or recitation or song or demonstration should be allowed which is calculated to wound the religious or political feelings of any community.[৪২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত ও সরল অর্থ হল যে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আন্তঃহলের অনুষ্ঠানে এমন কোন প্রতীক প্রদর্শন, কোন কিছু হতে পাঠ বা সঙ্গীত গীত হবেনা যা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুভুতিকে আহত করতে পারে। তবে পৃথকভাবে কোন হলের নিজস্ব অনুষ্ঠান এই সিদ্ধান্তের অন্তর্ভূক্ত হবেনা। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রী হলের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অনুষ্ঠান হলেও এখানে অন্যান্য হল ও সম্প্রদায়ের ছাত্রদের উপস্থিত ছিল যাদের পরিচয় লাহোর প্রস্তাব দ্বারা প্রভাবিত সেখানে এরূপ ঘটনা সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা পরিচালিত।

১৯৪৩ সালের ৭জুন দাঙ্গা কমিটির কতিপয় সুপারিশ বিবেচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী পরিষদের এক সভায় আবাসিক হল এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা, সভা ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আবাসিক হলের অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয় প্রাধ্যক্ষকে। আবাসিক হলের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র বা সাময়িকীতে কোন কিছু প্রকাশের পূর্বে যথাক্রমে প্রাধ্যক্ষ ও উপাচার্যের পূর্বানুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সভায় ঢাকা ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান রেভারেন্ড এইচ. ডি. নর্থফিল্ডকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নিয়োগ কমিটির সদস্য করে নেয়া হয়। ইতোপূর্বে তথা ১৯৪২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর এইচ. ডি. নর্থফিল্ড উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসানকে বিশেষ পরামর্শ দিয়েছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান হতে বিরত রাখার জন্য। ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই তথা ২৮ জুন এইচ. ডি. নর্থফিল্ড কার্যকরী পরিষদে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আটটি প্রস্তাব পেশ করেন। যাই হোক, নর্থফিল্ডের প্রস্তাবসমূহের জন্য মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আবাসন ব্যবস্থা অসাম্প্রদায়িক করা, উপাচার্য, প্রক্টর, প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, চাপরাশী ও চৌকিদারদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলা, সকল কর্মচারীদের সার্ভিস বই প্রথার ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি শান্তি শৃংখলা ভঙ্গকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি বিধান সম্পর্কে উপাচার্যের বিবৃতি প্রদান। উল্লেখ্য যে নর্থফিল্ডের এসকল প্রস্তাব ছিল দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের সুপারিশসমুহের উপর ভিত্তি করে উত্থাপিত।[৪৩] ৩০ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের সভায় নর্থফিল্ডের অধিকাংশ প্রস্তাব গৃহীত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসন ব্যবস্থা অসাম্প্রদায়িক করা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। এরপর ১৯৪৩ সালের ১৩ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন আচরণ বিধি প্রণয়ন করেন যা বিজ্ঞপ্তি আকারে সকলকে

উত্তমরূপে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল আচরণ বিধি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তবে এসময় আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকরণের জন্য কঠিন শাস্তি দানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের প্রথম ভাগের দশম অধ্যায় ৫টি অনুচ্ছেদ সংযোজনের জন্য ১৯৪৪ সালের ১৭ জুন কার্যকরী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে অনুচ্ছেদগুলো এখানে সংযোজন করা হয় তা হল ঃ

১ (২৪) বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অরাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনী কেবলমাত্র হতে পারবে থখনই যখন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উপাচার্যের এবং আবাসিক হলের ক্ষেত্রে প্রাধ্যক্ষের পূর্বানুমতি নেয়া হবে।

২ (২৫) অনুরূপভাবে রাজনৈতিক সভা, অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য হবে যে হলের প্রাধ্যক্ষের পুর্বানুমতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে এবং এই অনুষ্ঠানে অন্য কোন আবাসিক হলের কোন ছাত্র বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক যোগদান করতে পরবেন না।

৩ (২৬) আন্তঃহল সভা, অনুষ্ঠান বা প্রদশ্রনী ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রাধ্যক্ষগনের প্রকাশ্য পুর্বানুমতির প্রয়োজন হবে। এসকল অনুষ্ঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যোগদান করতে পারবেন না।

৪ (২৭) আবাসিক হলের যে কোন সভা বা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত আরোপ ও কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাধ্যক্ষের থাকবে। অনুরূপভাবে আন্তঃহলের সভা ও অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ধার্য করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রাধ্যক্ষগণের অধিকার থাকবে।

৫ (২৮) হলের বার্ষিক মুখপত্র বা যে কোন প্রকাশনা প্রাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এরূপ প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণের আধিকার থাকবে কেবলমাত্র উপাচার্য মহোদয়ের।[৪৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠান বা আন্তঃহলের কোন অনুষ্ঠানে এমন কোন প্রতীক প্রদর্শন, পাঠ বা আবৃত্তি অথবা সঙ্গীত পরিবেশন করা যাবে না যা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুভুতিকে আহত করতে পারে- এই বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে সংযোজন করার জন্য ১৯৪৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর কার্যকরী পরিষদ একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে ছিলেন উপাচার্য ড. মাহমুদ হোসেন, চারটি আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষগণ, সুলতানুদ্দীন আহমেদ এবং পঙ্কজ কুমার ঘোষ।[৪৫] এই কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৪ সালের ২৫ নভেম্বর কার্যকরী পরিষদের সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের প্রথম অধ্যায়ের ২৯ অনুচ্ছেদে একটি সিদ্ধান্ত যুক্ত হয়। সিদ্ধান্তটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠান বা আন্তঃহলের কোন অনুষ্ঠানে এমন কোন প্রতীক প্রদর্শন, পাঠ বা আবৃত্তি অথবা সংগীত পরিবেশন করা যাবে না যা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুভুতিকে আহত করতে পারে। এছাড়া এই সভায় আরো একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ছাত্রবৃন্দ অন্য কোন আবাসিক হলের কোন অনুষ্ঠানে যোগদানে ইচ্ছুক হলে এবং যথাযথভাবে আমন্ত্রিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রাধ্যক্ষ মহোদয় এসকল ছাত্রবৃন্দকে ঐ হলের অনুষ্ঠান সফল করে তোলার জন্য সহযোগিতার আহ্বান জানাবেন।[৪৬] সম্ভবতঃ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনপ্রতিষ্ঠার জন্যই এধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছিল।

সম্পর্কিত আদর্শিক বিষয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

The University of Dacca has passed through many and varied difficulties during the past twelve months, and its difficulties are by no means over. Communal difference which had been an ugly and discrebitable feature of the life of Dacca during last two years found their way among the students of the University this year and there were free fights between two sections of students in Curzon Hall and the Central buildings which resulted in injuries to a number of students one of which proved fatal. The University has no excuse or explanation to offer for this outageous behaviour of its students who, in their excitement, forgot all the noble principles which should differentiate an educated man from an illiterate and uncultured door.[৫২]

মনে করা হয় যে এই ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এক চিরস্থায়ী লজ্জার বিষয় হয়ে থাকবে। তবে এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণের আশা সঞ্চার করতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ। উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান এ বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন যে ছাত্রবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হবে।[৫৩] এতে কোন সন্দেহ নেই যে ১৯৪৩ সালে ছাত্রী হলের অভিষেক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি অতীব কলঙ্কজনক অধ্যায়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ মারাত্মকভাবে চিন্তিত ও প্রভাবিত হয়। দীর্ঘ দিন পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার পরিবেশ পুন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ঘটনাটি বিবৃত করে ১৯৪২-৪৩ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়:

There was a disturbance during the installation of the Women Students' Council on Sunday, January 31, 1943. The singing of the Bandematarm and display of picture of Mongalghat were objected to by certain students and soon there was a free fight between two sections of the University students. The University was kept closed on Monday but was reopened on Thursday at the request of the students who through their representatives assured the Provost, the Deans and the Vice-Chancellor that they (the students) greatly regretted the incidents which took place on the previous Sunday and further assured the authorities of the University that the Universoty could be reopened without there being any fear of fresh incidents. On Tuesday the University classes went on as usual till 12.30 P.M., when there was a serious disturbance, as a result of which, some 20 students were more or less seriously injured and one of whom expired. These disturbances seriously affected the normal activities of the University. The classes remained suspended from the 3rd February to the 11th March, 1943 and the summer vacation commenced prematurely from the 12th March and extended upon the 27th April, 1943, but the normal activities of the University could not actually be resumed before the 10th May, 1943.[৫৪]

ছাত্রী হলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। ১৯৪৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী কলিকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে যে শহীদ নজীর আহমদ

দিবস পালিত হয় সেখানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা আইন সভার সদস্য ও খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রী সভার শিক্ষামন্ত্রী তমিজুদ্দীন খান (১৮৮৯-১৯৬৩)। এই সভায় অন্যান্য বক্তা ছিলেন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার আর এক সদস্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী (১৮৯৩-১৯৬৩), আজাদ পত্রিকার সহ-সম্পাদক মুজিবুব রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এঁদের সকলেই তৎকালীন লাহোর প্রস্তাবের ঘোর সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এখানে নির্লিপ্ত ছিলেন না, বরং বিষয়টি সাম্প্রদায়িক দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। ছাত্রী হলে সংঘটিত ঘটনা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের নিকট হতে মুসলমান ছাত্রদের আবসিক ব্যবস্থা স্থানান্তরের সুপারিশ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষের নিকট তা একেবারেই অসম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলা হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ১৯৪৩ সালের ৮ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের নিকট লিখিত এক পত্রে জানান যে তদন্ত কমিটির উপরোক্ত সুপারিশ কার্যকর করার পুর্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সঠিক হবেনা।[৫৫] কেননা শ্রেণীকক্ষের নিকট মুসলমান ছাত্রদের আবসিক অবস্থান হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকগণ বিপজ্জনক মনে করেন।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঢাকায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের সৃষ্টি হলে এবং সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক যোগদান করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে বিরূপ অভীজ্ঞতার সম্মুখিন হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রবৃন্দ। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন:

৪২ কিংবা ৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিলো, যাতে প্রাণ হারিয়েছিলো ছাত্রনেতা নাজির আহমদ, সে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন নাজমুল করিম, হেসামুদ্দিন (বাহাদুর), রবি গুহ এবং তাঁর অপর বন্ধুরা। এবং দাঙ্গাবিরোধী মনোভাবের কারণে তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়ের মনোভাবের ছাত্রদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিতো হয়েছিলেন।[৫৬]

১৯৪৩ সালের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রথম ও শেষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যদিও বিভিন্ন সময়ে ঢাকায় সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করেছি, কিন্তু কখনোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ নিজেদের মধ্যে কোন রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হয়নি। ভাবতেও অবাক হতে হয় যে একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রবৃন্দ রাজনীতির প্রতি ছিল অত্যন্ত নিস্পৃহ; সুশিক্ষিত হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এমনকি ১৯৩৬ সালে মুসলিম ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী-পদ্ম যুক্ত মনোগ্রাম এবং বন্দে মাতরম্ সংগীতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বহু চেষ্টা করেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষার্থীদের যোগাদান করাতে ব্যার্থ হন। কিন্তু ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রবৃন্দের অধিকাংশ মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতি উৎসাহিত হন। বলা বাহুল্য যে মুসলিম্ লীগ অনেক আগেই বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত ও ধ্বনির বিরোধিতা শুরু করে। মনে হয় পূর্ব বাংলাএ শিক্ষিত মুসলমান যুবক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে সৃষ্ট পাকিস্থানের মধ্যে নিজদের

আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়নের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু পাকিস্থান সৃষ্টির পর পরই খুব দ্রুত তাঁদের ভুল ধরা পড়ে। অন্যদিকে ১৯৪৩ সালের এই ঘটনার পর হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রবৃন্দ সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঢাকায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের সৃষ্টি হলে এবং সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক যোগদান করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। ভারত বিভাগের সময়কাল হতে আজ পর্যন্ত ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভিন্নভাবে রক্ষা করে চরম মানবিক গুণাবলীর পরিচয় সমুন্নত রাখে।

তথ্য নির্দেশ :

১। Suranjan Das, Communal Riots in Bengal, 1905-1947, Delhi: Oxford University Press, 1993.

২। Sabyasachi Bhattacharya, Vande Mataram: The Biography of a Song, New Delhi, Penguin Books, 2003.

৩। "Even then Dacca University did not become a stronghold of the Muslim League till the Lahore resolution was passed in 1940. It was the idea of Pakistan which brought about a tremendous change in the attitude of young men and women getting trained in this university." Mahmud Husain, "Dacca University and the Pakisthan Movement", in the Partition of India: Policies and Perpectives, 1935-1947, edited by C.H.Philips and Mary Doreen Wainwright, (London: George Allen and Unwin Ltd. 1970), P. 371.

৪। ১৯৪০ সালে নোয়াখালীর রামগঞ্জের চটখিল পাঁচগাঁওয়ের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক জটিলতা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। একই বছর নোয়াখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ১৯৪০ সালে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে আশুতোষ মেমোরিয়াল গভর্নিং কমিটি গঠনে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৩ সালে পাবনা এডোয়ার্ড কলেজে মুসলমানদের আযান নিয়ে বিতর্ক হয় এবং সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক পরিবেশ ও রাজনীতি। ১৯৪৬ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজে মহারাজা নন্দকুমার শীর্ষক নাট্যানুষ্ঠান নিয়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একই বছর বগুড়া করোনেশন ইনষ্টিটিউটে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৪৬ সালে সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজে আযান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে আগত হিন্দু ডেলিগেটদের আশ্রয় দানের ঘটনা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৪৭ সালে রাজশাহী কলেজের ছাত্রীদের আবাসিক হলে আলোকসজ্জা নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদ হয়। এসকল ঘটনা সম্পর্কে সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর পরিমাণ তথ্য পাওয়া যায়। আলোচ্য

সমস্যা সম্পর্কে লেখকের একখানা গ্রন্থ যন্ত্রস্থ থাকায় এ সম্পর্কে তথ্য নির্দেশিকাসমুহ দেয়া হলো না।

৫। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে, রতন লাল চক্রবর্ত্তী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী, (ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ ১৪০-৪৪।

৬। "We are very much perturbed and agitated over the orders that have been just issued for an immediate evacuation of Jagannath Hall of its present habitat. We understand that it has been suggested that the Hall would be shifted to Dacca Hall building. We would like to make it plian that we could, no on account and under no circumstances, agree to lose our separate entity. You can, we are confident, realise how painful it is on our part to leave this Hall with the walls and buildings of which our memories are so intimately bound up.

But if we go at all, and now we are sure, we have to go, we must go to a place where our separate existence shall be fully maintained, and where our collective interests as students of Jagannath Hall shall be adequately preserved. The causes that necessitate the maintenance of our separate existence are numerous." Letter from the students of Jagannath Hall to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, University of Dhaka, 24 January, 1943. Bundle No. 2, Serial No. 1942-43, Dhaka University Record Room.

৭। "Moreover, I am afraid a handful of our Hindu boarders may not feel quite comfortable in the midst of an overwhelming number of Muslim boarders, particularly as many of them will not be students of this college. And in the present atmosphere of strained relation between the two communities I do not consider it expendient to keep them together. I, therefore, approach you with the request that you would kindly accommodate our Hindu boarders numbering a dozen or so during the period of this emergency in the Dacca Hall of the University, which is quite adjacent to our hostels." Letter from Dr. M. Ahmed, Principal, Dhaka Intermediate College to Dr. Ramesh Chandra majumdar, Vice-Chancellor, Dhaka University, 5 June 1942. Bundle No. 2, Serial No. 1942-43, Dhaka University Record Room.

৮। Letter from Dr. Ramesh Chandra Majumdar, Vice-Chancellor, Dhaka University to Dr. M. Ahmed, Principal, Dhaka Intermediate College, 6 June, 1942, Bundle No. 2, Serial No. 1942-43, Dhaka University Record Room.

৯। অজয় রায়, ঢাকা-জগন্নাথ হল থেকে জগন্নাথ হল, বাসন্তী সংখ্যা, জগন্নাথ হল, ১৯২১-১৯৮১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১, পৃ ১৭৮-৭৯।

১০। রঙ্গলাল সেন, *ঢাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,* (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ ৪২৮-২৯।

১১। রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশী বছর,* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৩), পৃ ১০৪-১০৭।

১২। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী,* পৃ ৩৮২-৪১৯।

১৩। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম, *চল্লিশের দশকের ঢাকা,* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১) পৃ ৯৫-৯৬।

১৪। বন্দে মাতরম্ বিষয় ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনার জন্য যে সকল তথ্যগ্রন্থসমুহ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মঠ, (চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৯৩; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ সাহিত্য-প্রবেশক, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০১, প্রথম খন্ড: প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, কলকাতা, দ্বিতীয় খন্ড (১৯৯০) ও তৃতীয় খন্ড (১৩৯৪); শিশির কর, ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, কলকাতা, ১৯৮৮; প্রিয়নাথ গুহ, বঙ্গ-ভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯০৭। (Former India Officer Library and Records London, V. Tracts No. 14127 bb. 4(2) Sabyasachi Bhattacharya, Vande Mataram: The Biography of a Song, New Delhi, Penguin Books, 2003.

১৫। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, পৃ ২।

১৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, ঢাকা প্রকাশ, ২ মে, ১৯৪৩, পৃ ২।

১৭। Memoranda by Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, University of Dhaka, 2 February, 1943, D. Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

১৮। আহতদের মধ্যে ছিলেন সুবোধ রঞ্জন সেন, চিত্তরঞ্জন সাহা, সুধীর দত্ত, নিত্যানন্দ পাল, রুপেন্দ্র ব্যানার্জী, রামপ্রসাদ দাশ শর্মা, অমল রায় ও ক্ষিতীন্দ্র নাথ বসু-যারা সকলেই জগন্নাথ হলের ছাত্র। অন্যদিকে ফজলুল হক হলের ছাত্রদের মধ্যে যারা আহত হয়েছিলেন তারা হলেন এ. এইচ. এম. মুসলেউদ্দিন, আব্দুল খালেক, মোহম্মদ দানেশ এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, এ. এম. সিদ্দিক আহমদ, মোহাম্মদ চান্দ মিয়া ও খোন্দকার মোশতাকাহমদ। উল্লেখ্য শেষোক্ত ছাত্র খোন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন প্রথম বর্ষ (সম্মান) ইংরেজী বিভাগের, আর ইনিই পরবর্তীকালে আওয়ামী লিগে যোগ দেন, মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, মন্ত্রীত্ব লাভ করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নত্যার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ যে একই ব্যক্তি তার প্রমাণ কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিল পত্রে খোন্দকার মোশতাক আহমদের পরিচয় এভাবে লেখা হয়েছে যে, Khandaker Moshtaq Ahmed, S/O Kabiruddin Ahmad Khandaker, Vill. Doshpara, P.O. Gouripur, Dr. Tippera (D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76) খোন্দকার মোশতাক আহমদের প্রায় ঠিক অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা একাডেমী চরিতাভিধানে। (২য় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ১৪২-৪৩)।

১৯। নজীর আহমদের বাড়ী ছিল বর্তমান ফেনী জেলার আলীপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল মজিদ। ১৯৪২ সালে পাকিস্থান নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সাথে জড়িত ছিলেন। নজীর আহমদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে, কাজী নজরুল হক, শহীদ নজির, কলিকাতা, ১৯৪৫ ও অমর জীবন: শহীদ নজীর (সম্পাদিত) হাসান জামান, ঢাকা, সোসাইটি ফর পাকিস্থান ষ্টাডিজ, ১৯৭০। নাজমুল হক সম্পাদিক, শহীদ নজির। উল্লেখ্য যে এই স্মৃতিমুলক

গ্রন্থদ্বয়ে তথ্যের চেয়ে আবেগের প্রাধান্য বেশী।

২০। রঙ্গলাল সেন, ঢাকার সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২২৩, ২৩৭।

২১। এ লজ্জাজনক ঘটনাটি সম্পর্কে ঢাকা প্রকাশ সংবাদ পরিবেশন করে যে: ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে যখন গোলমাল চলিতেছিল সেই সময় একট সোনার হার ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। ঢাকা প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩। ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ঢাকা হলের প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে লেখেন: My daughter Miss. Tripti Sen, a student of the First year B.A. Class, has reported to me that her necklace was snatched away from her neck during the disturbances that took place on Tuesday last. I inform you this so that you may kindly make necessary enquiries about it and return it to me if recovered." Letter from Brajendra Krishna Sen Gupta to Registrar of the Dhaka University, 4 February, 1943, D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76. Dhaka University Record Room.

২২। Letter from Dr. M.N. Basu to the Registrar, Dhaka University, 3 February, 1943. D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

২৩। "That a committee consisting of the Commissioner (Mr. A.S. Larkin), Chairman and Convener, Mr. P.C. Ghose and Mr. Md. Ibrahim be appointed to enquire into the incidents which had taken place on Sunday the 31st January and Tuesday the 2nd February 1943 and the general state of affairs and discipline in the University and to make definite recommendations." Dhaka University, Extract from the Minutes of the Executive Council held on 3rd February, 1943.

২৪। Resolution of the Meeting of the Muslim Students of Dhaka university, 3 February, 1943, D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

২৫। ঢাকার ব্যাপার, দৈনিক আজাদ, ২১ মাঘ, ১৩৪৯, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩।

২৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত শহীদ নজীর দিবস পালিত হতো।

২৭। Letter from the Registrar, Dhaka University to District Magistrate of Dhaka, 5 February, 1943, D-Register, Bundle-7C, Serial No 76, Dhaka University Record Room.

২৮। Letter from the Additional Superintendent of Police to the Registrar, Dhaka University; 13 February, 1943 D-Register, Bundle -7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

২৯। Memorandum submitted by 64 teachers of Dhaka University to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor Dhaka University, 25 February, 1943 D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

৩০। Letter from Durga Mohan Sen to Dr. Mahmud Hadan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 5 February, 1943, D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76 Dhaka University

Record Room.

৩১। Letter from Dr. Haridas Bhattacharyya to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 1 March 1943 D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

৩২। Letter from Dhirendranath Banerjee to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 6 March, 1943, D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

৩৩। Letter from Qazi Motahar Hossain, House Tutor, Fazlul Haque Muslim Hall to Dr. Syed Moazzam Hussain, Provost, Fazlul Haque Muslim Hall, Dhaka University, 7 March, 1943. D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

৩৪। Memorandum on the meeting of Dr. Mahmud Hassan, Vice-Chancellor, Dhaka University with the teachers of Dhaka University, 11 March, 1943, D-Register,Bundle-7C Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

৩৫। রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশী বছর, পৃ ১০৫।

৩৬। Memorandum on the meeting of Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University with the distinguished persons of Dhaka, 11 March, 1943. D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76 Dhaka, University Record Room.

৩৭। Dhaka University, Extract from the Minutes of the Executive Council held on 1st February, 1943.

৩৮।"Firstly, that the Muslim Hall should be removed from the University Central Buildings. Secondly, that disciplinary action should be taken against those students who have been found guilty by the Enquiry Committe. We, however, shall gladly welcome all attempts made to bring about understanding and good will among all sections of students." Memorandum of the students of Jagannath Hall and Dhaka Hall to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 12 May, 1943. D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76 Dhaka, University Record Room.

৩৯।"They also raised the question of the punishment of guilty students. I told them that I was not prepared to discuss details with them, but that I would do my duty as Vice-Chancellor impartially and I would not be forced into any course of action or be prevented from taking any action by the opinion of any person or persons." Statement of Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 13 May, 1943. D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76 Dhaka, University Record Room.

৪০। "As to your answer to our second grievance, that you will set before us an example of discipline by taking necessary steps against miscreants in the 2nd February fracas after due enquiry and that you will do it quite impartially in conformity with the laws of equity and justice, we hereby let you know that you will under all circum-

stances get all possible help from us. We are ready to help you in the maintenance of discipline and justice provided that you allow us, at all times, to exert our weights of the liberty of thought and discussion." Memorandum of the students of Dhaka Hall and Jagannath Hall to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 14 May, 1943, D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

৪১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, ঢাকা প্রকাশ, ২ মে, ১৯৪৩, পৃ ২।

৪২। Dhaka University, Extract from the Minute of the Executive Council held on 5th June, 1943.

৪৩। Proposal submitted by D.H. Northfield for the consideration of the Executive Council, Dhaka University, 28 June, 1943. D-Register, Bundle-7C, Serial No 76, Dhaka University Record Room.

৪৪। Extract from the Minute of the Executive Council held on 17th June, 1943.

৪৫। Extract from the Minute of the Executive Council held on 2nd September, 1944.

৪৬। "That the provosts be requested to meet the students and impress upon them that if they, on invitation, choose to attend a function of a Hall of which they are not members, they should show courtesy to their hosts in every way and co-operate in making the function successful." Extract from the Minute of the Executive Council held on 25 November, 1944.

৪৭। Letter from Professor N. Ahmed, Principal, Dhaka Intermediate College to Dr. Mahmud Hasan,Vice-Chancellor, Dhaka university, 7 February, 1943. D-Register, Bundle-9C, Serial No. 88, Dhaka University Record Room.

৪৮। "That the foregoing scheme be approved provided that no religious ceremonies shall be performed in the quadrangle of either of the two Hall buildings (The Dacca Hall and the F.H.M. Hall). They may be performed in the Dining Halls or the Common Rooms of the respective Halls." Extract from the Minutes of the Executive Council held on 22 September, 1943.

৪৯। "I Shall be glad to know whether there is any E.C. resolution regarding the holding of any religious ceremony in the half-quadrangle. If so, kindly send me a copy of the reslution with date." Letter from Professor S.N. Bose to Registrar, Dhaka University, 17 January, 1944. D-Register, Bundle-9C, Serial No. 88, Dhaka University Record Room.

৫০। "It is necessary for me to know whether you will sanction the holding of a 2nd year pass class in Islamic Philosophy of the single woman student with the boys of the same class. This girl is an Honours student in Islamic Studies and is therefore reading with Muslim boys in her Honours class. If you did not sanction this, as you did not sanction the other day the holding of the joint class of Hindu boys and girls,

then it would mean that two pass classes in Islamic Philosophy will have to be provided as an hour when Mr. Jilani is not free and so the work will fall on Mr. A.H. Talukdar who does not like this subject. Conversely, Mr. Jilani will have to take a class in greek Philosophy (now taken by A.H. Talukdar), which would increase the number of his subjects, and so he does not like this arrangements that I have been obliged to make at present provisionally." Letter from Professor Haridas Bhattacharyya, Head of the Department of Philosophy to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 4 June, 1943. D-Register, Bundle-7C, Serial No. 76 Dhaka, University Record Room.

৫১। Extract from the Minute of the Executive Council held no. 11 November, 1944.

৫২। Vice-Chancellor's Convocation speech, M. Hasan, 6 december, 1943, Dhaka University, The Convocation Speeches, compiled by Sirajul Islam Choudhury, Vol. I, 1923-1946, (University of Dhaka, Dhaka, 1988), pp. 403-404.

৫৩। "The incident of this year will always remain shameful blots on the fair name of this institution and source of sorrow and shame to every one of its members. We can only hope that our students have fully realised the enormity of their transgression and they will do their best to re-establish the honour and prestige and the good name of their 'alma mater' by their laudable conduct in future. I am happy to say that the present feelings and relations between the students of the University are very cordial and encourage us to believe that troubles of this kind will never again heap shame and sorrow upon the University". Vice-Chancellor's Convocation Speech,M. Hasan, 6 December, 1943. Dhaka University, the Convocation Speeches, compiled by Sirajul Islam Choudhury, Vol. I, 1923-1946, (University of Dhaka: Dhaka, 198), pp. 403-404.

৫৪। University of Dacca, Annual Report for 1942-43, pp. 1-2.

৫৫। "I have gone through the repost as published in the newspaper and also the decision of the Executive Committee. It appears that though there is recommendation for the removal of the Boarding attached to the University classes, the Committee did not consider that question. I understand there is demand from the Students and Guardians as well, for the removal of the Boarding house from the University building, in spite of that there is no sttempt for such steps. It is not desirable to open your classes on the 10th before removing the aforesaid Boarding, as the guardians are apprehensive of danger. I will therefore, request you to see your way if such steps in (sic) possible." Letter from the Secretary of the Dhaka District Hindu Mahashabha to Dr. Mahmud Hasan, Vice-Chancellor, Dhaka University, 8 May 1943. D-Register,Bundle-7C, Serial No. 76, Dhaka University Record Room.

৫৬। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম, চল্লিশের দশকের ঢাকা, পৃ ১৪৩।